দামুড়হুদার জুড়ানপুরে ভাষা দিবস ক্রিকেট টুর্নামেন্টের উদ্বোধন

দামুড়হুদার উপজেলার বিষ্ণুপুরে ১৬ টি দলের অংশগ্রহণে ভাষা দিবস ক্রিকেট টুর্নামেন্ট -২০২৩ উদ্বোধন করা হয়েছে। শনিবার বিকাল ৩টায় বিষ্ণুপুর ফুটবল মাঠে ,বিষ্ণুপুর ক্রিকেট দলের আয়োজনে উদ্বোধনী ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিষ্ণুপুর ২নং ওয়ার্ড আওয়ামীলীগ সভাপতি মতিয়ার রহমান মন্টুর সভাপতিত্বে , চুয়াডাঙ্গা জেলা জর্জ কোর্টের পাবলিক প্রসিকিউটর (পিপি) এ্যাডভোকেট রফিকুল আলম রান্টু খেলার উদ্বোধন করেন।
এসময় উপস্থিত ছিলেন ,দামুড়হুদা উপজেলা আওয়ামীলীগের সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আব্দুল মান্নান , দামুড়হুদা উপজেলা কৃষকলীগের সাধারণ সম্পাদক সাইদুর রহমান সন্টু মাস্টার , প্যানেল চেয়ারম্যান ও ২নং ওয়ার্ড ইউপি সদস্য আল মাহমুদ আসলাম , ২নং ওয়ার্ড আওয়ামীলীগ সাধারণ সম্পাদক গোলাম ছারোয়ার নান্নু , সাবেক সাধারণ সম্পাদক ইদ্রিস আলী , যুবলীগ নেতা শেখ শাখাওয়াত হোসেন। খেলায় সার্বিক সহযোগিতায় সাদা , শাফিন , সোহেল , সুজন , বিপুল , শিপন , জুয়েল , আবু সাইদ রতন , বিপুল , আকাশ , তুসার , ইকবাল , সজিব , সাজিদ , আক্তার।

অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন বঙ্গবন্ধু ছাত্র পরিষদ দামুড়হুদা উপজেলার সাধারণ সম্পাদক সারাফায়েত হোসেন বাবু।

উদ্বোধনী ম্যাচে মেহেরপুরের রাজনগর ও শিবপুর একাদশ অংশগ্রহণ করে। টসে জিতে শিবপুর একাদশ ব্যাটিং করার সিদ্ধান্ত নেয় ,শিবপুর একাদশের রনির ঝড়ো অর্ধশতকে নির্ধারিত ১৪ ওভার শেষে ৮ উইকেট হারিয়ে ১২৩ রান সংগ্রহ করে। ১২৪ রানের লক্ষ্য নিয়ে রাজনগর একাদশ সবকয়টি উইকেট হারিয়ে ১২১রান সংগ্রহ করে ফলে শিবপুর একাদশ ৩ রানে জয়লাভ করে। ম্যান অফ দ্যা ম্যাচ নির্বাচিত হন শিবপুর একাদশের রনি। প্রিন্স ট্রেডার্সের পক্ষ থেকে তাকে ম্যান অফ দ্যা ম্যাচ ও মঞ্জুরুলের সৌজন্যে সেরা সিক্সার পুরুষ্কার দেয়া হয়। ম্যাচে আম্পায়ার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন মশিউর রহমান তুষার ও মিলন হোসেন ও শিপন আলী। ধারাভাষ্য প্রদান করেন শেখ সাদায়েত ও জিয়া

হায়দার।

চ্যাম্পিয়ন ও রানার্স দলসহ ৫ খেলোয়াড়ের পুরস্কারে সমাপ্ত নবম আসর

ফাইনালের মধ্য দিয়ে বৃহস্পতিবার শেষ হলো বিপিএল নবম আসর। টুর্নামেন্টের ফাইনালে সিলেটকে ৭ উইকেটে হারিয়ে চতুর্থবারের মতো শিরোপা জিতে নেয় কুমিল্লা।

মিরপুর শেরেবাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামে বিপিএল নবম আসরের সমাপনী দিন দেওয়া হয়েছে ৩ কোটি ২৮ লাখ টাকার পুরস্কার।

চ্যাম্পিয়ন হিসেবে কুমিল্লা পেয়েছে ২ কোটি টাকা। আর রানার্স আপ হিসেবে সিলেট পেয়েছে ১ কোটি টাকা।

পুরো আসরে দারুণ খেলে প্লেয়ার অব দ্য টুর্নামেন্ট হয়েছেন নাজমুল হোসেন শান্ত। পুরো আসরে ৪ ফিফটিতে ৫১৬ রান করে তিনি পেয়েছেন ১০ লাখ টাকা। আসরের সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহকের পুরস্কার ৫ লাখ টাকাও জিতেছেন তিনি।

ফাইনালে ৫২ বলে সাত চার আর ৫টি ছক্কার সাহায্যে ৭৯ রানের অনবদ্য ইনিংস খেলে ফাইনালের সেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কার হিসেবে ৫ লাখ টাকা নিজের করে নিয়েছেন জনসন চার্লস।

সর্বোচ্চ উইকেট শিকারি হিসেবে ৫ লাখ টাকা পুরস্কার যৌথভাবে পেয়েছেন চ্যাম্পিয়ন দলের তানভির ইসলাম ও তৃতীয় হওয়া রংপুর রাইডার্সের হাসান মাহমুদ। ১২ ম্যাচে ১৭ উইকেট নিয়েছেন কুমিল্লার বাঁহাতি স্পিনার। হাসান ১৪ ম্যাচে পেয়েছেন সমান উইকেট।

সেরা ফিল্ডারের পুরস্কার জিতেছেন রানার্স-আপ দলের মুশফিকুর রহিম। উইকেটের পেছনে ১৪টি ডিসমিসালের সৌজন্যে ৩ লাখ টাকা পেয়েছেন তিনি।

সূত্র: যুগান্তর

সিলেটকে হারিয়ে বিপিএলে চতুর্থ শিরোপা জিতল কুমিল্লা

সিলেট স্ট্রাইকার্সকে ৭ উইকেটে হারিয়ে বিপিএলে চতুর্থবারের মতো শিরোপা জিতল কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্স।

দলের শিরোপা জয়ে ৫২ বলে ৭টি চার আর ৫টি ছক্কার সাহায্যে ৭৯ রানের অনবদ্য ইনিংস খেলে দলকে জয়ের বন্দরে পৌঁছে দেন কুমিল্লার ক্যারিবীয় তারকা ব্যাটসম্যান জনসন চার্লস।

দলের জয়ে ১৭ বলে ২ চার আর এক ছক্কায় অপরাজিত ২৫ রান করেন মঈন আলী। এছাড়া ৩৯ বলে ৯টি চার আর একটি ছক্কার সাহায্যে ৫৫ রান করেন দেশের তারকা ওপেনার লিটন কুমার দাস।

বৃহস্পতিবার মিরপুর শেরেবাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামে ফাইনালে টস জিতে আগে ফিল্ডিং করে কুমিল্লা।

টস হেরে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে ২৬ রানে ২ উইকেট হারিয়ে বিপাকে পড়ে যায় সিলেট। এরপর নাজমুল হোসেন শান্ত ও মুশফিকুর রহিমের ৫৬ বলের ৫৯ রানের জুটিতে বড় স্কোর গড়ার পূঁজি পায় তারা।

২ উইকেটে ১৩৪ রান করা সিলেট পরের ৩০ রানের ব্যবধানে হারায় ৫ উইকেট। নিয়মিত বিরতিতে উইকেট পতনের কারণে ১৭৫ রানে ইনিংস গুটায় সিলেট। দলের হয়ে সর্বোচ্চ ৭৪ ও ৬৪ রান করে করেন মুশফিক ও শান্ত।

টার্গেট তাড়া করতে নেমে ৩.১ বলে ৩৪ রানে ২ উইকেট হারায় কুমিল্লা। তৃতীয় উইকেটে জনসন চার্লসের সঙ্গে ৫৭ বলে ৭০ রানের জুটি গড়েন ওপেনার লিটন কুমার দাস। তাদের এই জুটিতে জয়ের পথে এগিয়ে যায় কুমিল্লা।

৫৫ রান করে লিটন আউট হলে মঈন আলীর সঙ্গে জুটি গড়েন জনসন। এই জুটিতে ৪০ বলে অনবদ্য ৭২ রান করে ৪ বল আগেই দলের শিরোপা নিশ্চিত

করেন তারা।

মুজিবনগরে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা পদক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুরের মুজিবনগরে দিনব্যাপী উপজেলা পর্যায়ের জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা পদক প্রতিযোগিতা (ক্রীড়া, সাংস্কৃতিক, বিষয়ভিত্তিক কুইজ ও কাবিং) ২০২৩ প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বৃহস্পতিবার সকালে মুজিবনগর উপজেলা প্রশাসন ও উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসের আয়োজনে, উপজেলা পরিষদ চত্বরে অনুষ্ঠানের শুরুতে জাতীয় সংগীতের তালে তালে উপজেলা নির্বাহী অফিসার অনিমেষ বিশ্বাস জাতীয় পতাকা এবং উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার মো:আলাউদ্দীন ক্রীড়া পতাকা উত্তোলন করেন।

পতাকা উত্তোলন শেষে দিনব্যাপী প্রাথমিক শিক্ষা পদক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানে মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার অনিমেষ বিশ্বাস প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার আলাউদ্দীন,উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি রফিকুল ইসলাম তোতা,যোদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা আহসান আলী খাঁন, উপজেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধানগণ ও অন্যান্য শিক্ষক,শিক্ষিকা মন্ডলী।

প্রতিযোগিতায় অনুষ্ঠিতব্য সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় নৃত্য, সংগীত, হাতের লেখা, মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক অভিনয়সহ বিভিন্ন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

উপজেলার ৩৮ টি প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে ৫৪ টি ইভেন্টে ৮০ জন শিক্ষার্থী প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন।

প্রতিযোগিতা শেষে বিজয়ী শিক্ষার্থীদের মাঝে কার বিতরণ করা হয়।

কুমিল্লার জয়রথ থামিয়ে শিরোপা জিততে উন্মুখ সিলেট

বিপিএলের সবচেয়ে সফল অধিনায়ক মাশরাফি বিন মর্তুজার নেতৃত্বে প্রথমবারের মত টুর্নামেন্টটির শিরোপা জয়ের ব্যাপারে আশাবাদী সিলেট স্ট্রাইকার্স।

মিরপুরের শের-ই-বাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামে বিপিএলের নবম আসরের ফাইনালে বর্তমান চ্যাম্পিয়ন কুমিল্লার ভিক্টোরিয়ান্সের মুখোমুখি হবে প্রথমবার ফাইনালে ওঠা সিলেট স্ট্রাইকার্স। বিপিএলের শিরোপা নির্ধারণী ম্যাচটি সরাসরি সম্প্রচার করবে নাগরিক টেলিভিশন।

অধিনায়ক হিসেবে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটেই শুধুমাত্র ঈর্ষনীয় রেকর্ড নেই মাশরাফির। বিপিএলেও অধিনায়ক হিসেবে সেরা সাফল্য আছে তার। বিভিন্ন ফ্র্যাঞ্চাইজির হয়ে এ পর্যন্ত সর্বোচ্চ চারবার বিপিএলে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন মাশরাফি। প্রথম পাঁচ আসরের মধ্যে চারটিতে অধিনায়ক হিসেবে ট্রফি তুলে ধরেছেন ম্যাশ।

২০১২ ও ২০১৩ সালে বিপিএলের প্রথম দুই আসরে ঢাকা গ্ল্যাডিয়েটর্সের হয়ে শিরোপা জেতেন মাশরাফি। এরপর ২০১৫ সালে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্সের হয়ে সেরার মুকুট মাথায় তোলেন দেশসেরা অধিনায়ক। পরবর্তীতে ২০১৭ সালে রংপুর রাইডার্সের অধিনায়ক হিসেবে চতুর্থবারের মত চ্যাম্পিয়ন হন মাশরাফি।

মাশরাফির পর অধিনায়ক হিসেবে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ দুইবার বিপিএলের শিরোপা জয় করেছেন ইমরুল কায়েস। ২০১৮ ও ২০২২ সালে কুমিল্লার হয়ে দু’বার শিরোপা জিতেছেন ইমরুল।

অধিনায়ক হিসেবে একবার করে বিপিএলের শিরোপা জিতেছেন সাকিব আল হাসান ও ওয়েস্ট ইন্ডিজের আন্দ্রে রাসেল। ২০১৬ সালে ঢাকা

ডায়নামাইটসকে শিরোপার স্বাদ দেন সাকিব। একমাত্র বিদেশি অধিনায়ক হিসেবে ২০১৯ সালে রাজশাহী রয়্যালসকে শিরোপা এনে দেন রাসেল।

এখন পর্যন্ত টুর্নামেন্টের ফাইনালে কখনও হারেননি মাশরাফি। এজন্য প্রথমবারের মত ফাইনাল খেলার সুযোগ পাওয়া সিলেট মাশরাফির নেতৃত্বে শিরোপা জয়ের স্বপ্ন দেখছে।
প্লেয়ার ড্রাফটের পর শিরোপা দৌঁড়ের তালিকায় নাম না থাকলেও মাশরাফির নেতৃত্বে যেভাবে ফাইনালে উঠেছে তাতে শিরোপা জেতার ব্যাপারে বেশ আশাবাদী সিলেট।

অভিজ্ঞ ও তারুণ্যের সমন্বয়ে দল গড়েছিলো সিলেট। দলের তরুণ খেলোয়াড়দের বড় কোন টুর্নামেন্টে বলার মত সাফল্য ছিলো না। কিন্তু মাশরাফি ম্যাজিকে ম্যাচ জয়ী খেলোয়াড় হয়ে উঠেছেন তৌহিদ হৃদয়, জাকির হাসান, তানজিম হাসান সাকিবরা। দলকে ফাইনালে তুলতে বড় ভূমিকা রেখেছেন তারা।

তরুণদের এমন সাফল্য নিয়ে মাশরাফি বলেন, ‘আমার কোন জাদুর ছোঁয়া নেই, সব আল্লাহর রহমত। খেলোয়াড়রা তাদের সেরাটা খেলার চেষ্টা করেছে, তাই এমনটা হয়েছে।’

আগে চারবার ফাইনালে উঠে শিরোপা জিতলেও, নবম আসরের ফাইনাল নিয়ে সতর্ক মাশরাফি। তিনি জানান, এখন পর্যন্ত কোন ফাইনাল হারিনি বলে এর মানে এই নয়, প্রতিটি ফাইনালেই জয়ী হব।

তিনি বলেন, ‘এটি ফাইনাল, আমরা কোন ঝুঁকি নিতে পারি না। মাশরাফি কোন ফাইনাল হারেনি এটি ভেবে আমরা আত্মতুষ্ট হতে পারি না। আমাদের সেরাটা দিতে হবে।’

ফাইনালে মাশরাফির দলের প্রতিপক্ষ কুমিল্লা দুর্দান্ত ফর্মে আছে। প্রথম তিন ম্যাচ হারের পর টানা ১০ ম্যাচে জয় পায় কুমিল্লা। এ সময় সিলেটকে দু’বার হারায় তারা। দ্বিতীয় লেগে ও প্রথম কোয়ালিফাইয়ারে জয় তুলে নিয়ে প্রথম দল হিসেবে ফাইনালের টিকিট নিশ্চিত করে কুমিল্লা।
মাশরাফির মতো কোন ফাইনালে হারেননি কুমিল্লার অধিনায়ক ইমরুল কায়েসও। যদিও দু’বার ফাইনাল ম্যাচ খেলেছেন তিনি।

মাশরাফি বলেন, ‘কুমিল্লা এই টুর্নামেন্টের সবচেয়ে ধারাবাহিক দল। কিন্তু এর মানে এই নয় যে, আমরা তাদের বিপক্ষে কোন ম্যাচেই পারবো না। আমরা যদি আমাদের সেরা ক্রিকেট খেলি, এবং গুরুত্বপূর্ণ

সময়ে এগিয়ে থাকতে পারি তাহলে আমরা শিরোপা জিততে পারবো। কিন্তু আবারও বললাম, আমার কাছে কোন জাদুর ছোঁয়া নেই। ছেলেরা এখন পর্যন্ত ভালো খেলেছে এবং আমি চাই আর একটি ম্যাচের জন্য তারা আবারও জ্বলে উঠুক।’

এদিকে, কুমিল্লাও জানে টানা ১০ ম্যাচ জয়ের পরও একটি খারাপ দিন সব কিছু নষ্ট করে দিতে পারে। তারা আশা করছে, টুর্নামেন্টের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে কোন অঘটন না ঘটুক।

কুমিল্লার অধিনায়ক ইমরুল কায়েস বলেন, ‘আমরা আমাদের সেরাটা খেলার চেষ্টা করবো। আমরা এখন পর্যন্ত যেভাবে খেলেছি সেভাবে খেলতে পারলে আশা করি শিরোপা জিততে পারবো।’

আজ শিরোপা জিতলে, বিপিএলের সবচেয়ে সফলতম দলের তকমা পাবে কুমিল্লা। ঢাকা ফ্র্যাঞ্চাইজিকে সরিয়ে সফল ফ্র্যাঞ্চাইজি হবে কুমিল্লা। গ্ল্যাডিয়টর্স এবং ডায়নামাইটস নামে তিনবার শিরোপা জিতেছে ঢাকার ফ্র্যাঞ্চাইজিটি।

সূত্র: ইত্তেফাক

দামুড়হুদায় জেলা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের নবনির্বাচিত সভাপতি কে ফুলের শুভেচ্ছা

দামুড়হুদায় চুয়াডাঙ্গা জেলা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন(ডিএফএ) নবনির্বাচিত সভাপতি এখলাছ উদ্দিন সুজন কে ফুলের শুভেচ্ছায় সিক্ত করলেন দামুড়হুদা ব্যাডমিন্টন ক্লাবের সদস্যরা। রাত ১০টার দিকে দামুড়হুদা শিল্পকলা একাডেমির সামনে নবনির্বাচিত সভাপতি কে ফুলের শুভেচ্ছা প্রদান করা হয়।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা ব্যাডমিন্টন ক্লাবের সভাপতি হয়দার আলী, সহসভাপতি এ্যাড: নয়ন, সাধারণ সম্পাদক জনি, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সুমন, কোষাধক্ষ আব্দুল মোমিন, দপ্তর সম্পাদক রাসিব সহ

ক্লাবের সদস্য বৃন্দ।

এসময় নবনির্বাচিত সভাপতি এখলাছ উদ্দিন সুজন বলেন চুয়াডাঙ্গা ফুটবলের হারানো ঐতিহ্য ফেরাতে নির্বাচিত কমিটি প্রতিশ্রুতি বদ্ধ।

চুয়াডাঙ্গায় ঝিনুক মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

আনন্দ ঘন পরিবেশের মাধ্যমে সম্পূর্ণ হলো ঝিনুক মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার পুরুষ্কার বিতরণ অনুষ্ঠান।

বুধবার চুয়াডাঙ্গা ঝিনুক মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের সভাপতি চুয়াডাঙ্গা পৌরসভার সাবেক মেয়র ও চুয়াডাঙ্গা জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি ওবাইদুর রহমান চৌধুরীর সভাপতিত্বে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম খান।

এ সময় তিনি বলেন, নতুন প্রজন্মকে দেশ ও জাতীয় চেতনার সাথে সম্পৃক্ত করতে তাদেরকে পরিপূর্ণভাবে ক্রীড়া ও সংস্কৃতি চেতনায় গড়ে তুলতে হবে। আমাদের তরুণরা খেলাধুলা ও সংস্কৃতি চর্চায় উৎকর্ষতা অর্জনের মাধ্যমেই আন্তর্জাতিক বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হবার মতো বিজয় অর্জন করবে।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মাহফুজুর রহমান মঞ্জু, চুয়াডাঙ্গা অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মোহাম্মদ আবু তারেক, চুয়াডাঙ্গা জেলা শিক্ষা অফিসার আতাউর রহমান সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষক সহ ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

জাতীয় সঙ্গীতের মাধ্যমে পতাকা উত্তোলন ও বর্ণাঢ্য উদ্বোধনী

অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে উৎসব শুরু হয়। দলগত ডিসপ্লে পর বিভিন্ন ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক ইভেন্টের মধ্যে ছিল, চকলেট দৌড়, রিলে দৌড়, যেমন খুশি তেমন সাজো, স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকা, অতিথি ও অভিভাবকদের জন্য বালিশ খেলা ও পুরুষ্কার বিতরণের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়।

সাফ চ্যাম্পিয়নশিপ ভারতে

এবছর সাফ (সাউথ এশিয়ান ফুটবল ফেডারেশন) চ্যাম্পিয়নশিপ ভারতেই হচ্ছে। নেপাল যে আবেদন করেছিল সেটি অনুমোদন হয়নি। কারণ সাফের নতুন মার্কেটিং প্রতিষ্ঠানের চাওয়া আগামী সাফ চ্যাম্পিয়নশিপ ভারতে হোক। সরাসরি বলতে গেলে, দুবাইভিত্তিক স্পোর্টস পার্টনার ইন্টারন্যাশনাল নামের মার্কেটিং প্রতিষ্ঠানের শর্ত অন্তত ভারতে তাদের প্রথম টুর্নামেন্টটা হতে হবে। এটা নাকি সবাই মেনে নিয়েছে। গতকাল সাফের সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে ভার্চুয়াল মিটিংয়ে ভারত, পাকিস্তান, ভুটান, নেপাল, বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা, মালদ্বীপের ফুটবল কর্মকর্তারা হাজির ছিলেন।

মার্কেটিং প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ২০২৩ থেকে ২০২৯ সাল পর্যন্ত সাফের চারটি আসর আয়োজনে মার্কেটিংয়ের দায়িত্বে থাকবে দুবাই ভিত্তিক স্পোর্টস পার্টনার ইন্টারন্যাশনাল। প্রথম আসর, যেটি ভারতে হবে, আগামী ২০ জুন শুরু হবে। সেই সাফের জন্য ১ মিলিয়ন ডলার খরচ করবে। পরের সাফের খেলাগুলোর জন্য দেড় মিলিয়ন ডলার করে পাবে সাফ।

বাকি তিনটি সাফের খেলা হওয়ার কথা রয়েছে হোম অ্যান্ড অ্যাওয়ে ভিত্তিক পদ্ধতিতে। ভারত এটিতে আপত্তি জানিয়েছে। এই পদ্ধতিতে খেলা হতে হলে সময় বেশি লাগবে। টুর্নামেন্ট লম্বা হয়ে যাবে। সাফের সম্পাদক আনোয়ারুল হক হেলাল জানিয়েছেন, যেহেতু এবছরের পরের সাফ হতে আরো দুই আড়াই বছর সময় লাগবে। তাই অন্যান্য দেশগুলো বিষয়টি নতুন করে ভেবে দেখবে।

তিনি বলেন, ‘হোম অ্যান্ড অ্যাওয়ে পদ্ধতিতে সব দেশ একমত হলে তবে খেলা হবে। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় আছে।’ আসছে জুনের সাফ ভারতের কোথায় হবে সেটি চূড়ান্ত হয়নি। তবে ১০ মার্চের মধ্যে

ভেন্যু চূড়ান্ত করবে অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন। ভারতের সাফে খেলতে হলে পাকিস্তানকে ভারতে আসতে হবে। দুই দেশের রাজনৈতিক বিষয়টা গতকালকের সাফের সভায় উঠেছিল। আনোয়ারুল হক হেলাল জানিয়েছেন, ভিসা জটিলতা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। পাকিস্তান সাফে খেলতে ভারতে যাবে। ভারত বলেছে তারা ভিসা অ্যারেঞ্জ করবে।’

সূত্র : ইত্তেফাক

এভারটনকে হারিয়ে বছরের প্রথম জয় লিভারপুলের

অবশেষে ২০২৩ সালে এসে প্রিমিয়ার লিগে জয়ের মুখ দেখলো লিভারপুল। কাল এভাটরনের বিপক্ষে প্রিমিয়ার লিগে ২-০ গোলের জয়ে এই বছর প্রিমিয়ার লিগে প্রথম জয় পেয়েছে লিভারপুল। জয়ের পর লিভারপুল তারকা মোহাম্মদ সালাহ বলেছেন রেডদের পুনরুত্থানের শুরুটা এর মাধ্যমেই হলো।

বক্সিং ডে’র পর সালাহ প্রিমিয়ার লিগে প্রথম গোলের দেখা পেলেন। অ্যানফিল্ডে ৩৬ মিনিটে সালাহর গোলে এগিয়ে যায় স্বাগতিকরা। এরপর কোডি গাকপো দ্বিতীয়ার্ধে ব্যবধান দ্বিগুন করেন। লিভারপুলের জার্সি গায়ে এটাই গাকপোর প্রথম গোল। ইয়ুর্গেন ক্লপের দল চার ম্যাচ পর লিগে প্রথম জয়ের দেখা পেয়েছে।

ডিয়েগো জোটা ও রবার্তো ফিরমিনো ইনজুরি কাটিয়ে দলে ফেরাতে পুরো শিবিরই স্বস্তিতে ছিল। অন্যদিকে, ভার্জিল ফন ডাইক ছয় সপ্তাহ সাইডলাইনে থাকার পর বদলি হিসেবে দলে ছিলেন।

সালাহ বলেন, ‘এটা আমাদের জন্য অনেক বড় একটি জয়। অনুশীলনেও আমরা এ সপ্তাহে কঠোর পরিশ্রম করেছি। খেলোয়াড়রা জয়ের জন্য অধীর অপেক্ষায় ছিল। আশা করছি এর মাধ্যমে ভাল কিছুর শুরু হলো। এই ধারাবাহিকতা ধরে রাখাই এখন আমাদের সামনে মূল চ্যালেঞ্জ।’

শীর্ষ চারের অবস্থান থেকেএখনো ৯ পয়েন্ট পিছিয়ে টেবিলের নবম

স্থানে রয়েছে লিভারপুল।

এভারটনের বিপক্ষে জয়ের পর ক্লপ বলেন, ‘আমরা আজ নিজেদের সাধ্যমত চেষ্টা করেই জয়ী হয়েছি। পরিকল্পনাও সঠিক ছিল। আমরা যা করতে পারি তার প্রমাণ এখন থেকে দিয়ে যেতে হবে। এর কোন বিকল্প নেই। আজকের ম্যাচে পুরো ৯৬ মিনিটের পারফরম্যান্স সম্ভবত এ পর্যন্ত এবারের লিগে আমাদের সেরা পারফরম্ম্যান্স ছিল।’

শেষ ১২ ম্যাচে মাত্র একটিতে জয়ী এভারটনের বিরুদ্ধে খেলতে নামার আগে কিছুটা হলে আত্মবিশ্বাসী ছিল লিভারপুল। নতুন কোচ সিন ডায়েচের অধীনে গত সপ্তাহে গুডিসন পার্কে টেবিলের শীর্ষে থাকা আর্সেনালকে ১-০ গোলে হারিয়ে বিস্ময় সৃষ্টি করা এভারটনও অবশ্য সেই আত্মবিশ্বাসটা ধরে রেখেই খেলতে নেমেছিল। রেলিগেশন জোন থেকে বেরিয়ে আসার অস্বস্তিকর লড়াই যেকোন দলের জন্যই কঠিন। পুরো দলের সামনে এসময় যে আত্মবিশ্বাসের ঘাটতি থাকে সেটা থেকে বেরিয়ে আসাই মূল চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায়। ডায়চের সামনেও সেই চ্যালেঞ্জই প্রতিনিয়ত দেখা দিচ্ছে। ৩৬ মিনিটে ডারউইন নুনেজের অ্যাসিস্টে সালাহর গোলে লিভারপুল এগিয়ে যাওয়ার কয়েক সেকেন্ড আগে জেমস টারকোভস্কির হেড পোস্টে লেগে ফেরত না এলে তখনই হয়তো এভারটন লিড নিতে পারতো। তার পরিবর্তে নুনেজ বল পেয়ে সালাহর দিকে এগিয়ে দেন। জর্ডান পিকফোর্ডকে পরাস্ত করতে কোন ভুল করেননি সালাহ।

এরপর দ্রুত আরো একটি কাউন্টার এ্যাটাক থেকে দ্বিতীয়ার্ধের এভারটন আরো পিছিয়ে পড়ে। মধ্যমাঠে এন্ডি রবার্টসন বল ছিনিয়ে নিয়ে ট্রেন্ট আলেক্সান্ডার-আর্নোল্ডের দিকে বাড়িয়ে দেন। তার কাছ থেকে আসা ক্রসে সহজ ফিনিশিংয়ে ৪৯ মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুন করেন ডাচ এ্যাটাকার গাকপো।

ঝিনাইদহে শেখ কামাল আন্ত:স্কুল ও মাদরাসা অ্যাথলেটিক্স

প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত

ঝিনাইদহে দিনব্যাপী জেলা পর্যায়ের শেখ কামাল আন্তঃ স্কুল ও মাদরাসা অ্যাথলেটিকস প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে।

সোমবার ঝিনাইদহ বীরশ্রেষ্ঠ হামিদুর রহমান স্টেডিয়ামে প্রতিযোগীতার উদ্বোধন করেন ঝিনাইদহ ১ আসনের সংসদ সদস্য ও সাবেক প্রতিমন্ত্রী আব্দুল হাই।

জেলা ক্রীড়া সংস্থার সভাপতি ও জেলা প্রশাসক মনিরা বেগমের সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন সাবেক ঝিনাইদহ পৌরসভার মেয়র কাইয়ুম শাহরিয়ার জাহেদী হিজল, সাবেক মেয়র সাইদুল করিম মিন্টু, স্থানীয় সরকারের উপপরিচালক মোঃ ইয়ারুল ইসলাম, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) রথীন্দ্র নাথ রায়, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) রাজীবুল ইসলাম খান, সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার সাদিয়া জেরিন ও সদর উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) শারমিন আক্তার সুমী।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের শপথ পাঠ করানো হয়। পরে শুরু হয় বিভিন্ন ইভেন্টের প্রতিযোগিতা। দিনভর এই প্রতিযোগিতায় ৩৩ টি ইভেন্টে জেলার ৬ উপজেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ৬০০ শিক্ষার্থী অংশ গ্রহন করে। বিকেলে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।